

জেলা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন





বর্তমান

আর্কাইভ

জেলা

০৫ ডিসেম্বর ২০২১

আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন জেলা: নেত্রকোনা

	
	 <p>কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর</p> 
তারিখ : ০৫.১২.২০২১ বুলেটিন নং ৩০৬	০৫.১২.২০২১ থেকে ০৯.১২.২০২১ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০১.১২.২০২১ থেকে ০৪.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০১.১২.২০২১	০২.১২.২০২১	০৩.১২.২০২১	০৪.১২.২০২১	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৫	২৯.৫	২৯.০	২৬.০	২৬.০-২৯.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৫.৫	১৬.০	১৬.০	১৭.৪	১৫.৫-১৭.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩৭.০-৯৮.০	৩৯.০-৯৮.০	৪১.০-৯৮.০	৫৮.০-৯৮.০	৩৭.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৭	৩.৭	৩.৯	২.৩	২.৩-৩.৯
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তরপূর্ব দিকে	উত্তর/উত্তরপূর্ব দিকে	উত্তর/উত্তরপূর্ব দিকে	উত্তর/উত্তরপূর্ব দিকে	উত্তর/উত্তরপূর্ব দিকে
মেঘের পরিমাণ (অক্টা)	০	০	৩	৭	০.০-৭.৩

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ০৫.১২.২০২১ থেকে ০৯.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৬.০ (১১.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২১.০-২৬.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.১-১৯.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৯.৮-৯৯.১
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৪.২-৬.৯
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তরপূর্ব দিকে
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘলা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় 'জাওয়াদ' আরও উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আজ (০৫ ডিসেম্বর ২০২১) সকাল ০৬ টায় উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছিল। এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি ধরণের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আমন ধান:

- জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- শিশির বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ব্লাস্ট রোগের জন্য অনুকূল। এ ধরণের আবহাওয়ায় খোড় ফেটে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ৫-৭ দিন পর আরেকবার প্রতি বিঘা জমিতে ৫৪ গ্রাম ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি/দিফা ৭৫ ডব্লিউপি/ জিল ৭৫ ডব্লিউপি অথবা ৩৩ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি অথবা ট্রাইসাইক্লোজল/স্ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৬৭ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে স্প্রে করতে হবে।
- পাতা মোড়ানো পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিঘাপ্রতি ১৮০-১৯০ গ্রাম কার্টাপ গ্রুপের অথবা ১০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- দানা গঠন পর্যায়ে গাঙ্কী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গড়ে প্রতি ২-৩টি গোছায় একটি গাঙ্কী পোকা দেখা গেলে কার্বারিল অথবা আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিপি গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে বিঘা প্রতি ১৭৫ গ্রাম হারে আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিপি গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

বোরো ধান:

বীজতলা-

- বর্তমান আবহাওয়া বীজতলা তৈরির জন্য আদর্শ। বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- যে সব এলাকায় ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশি সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতি দুই প্লটের মাঝে ২৫-৩০ সেমি নালা রাখতে হবে।

গম:

- চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) প্রথম সেচ, শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ এবং দানা [^]

গঠনের সময় বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) তৃতীয় সেচ প্রদান করুন।

- গমের পাতার মরিচা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রোপিকোনাভল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা টেবুকোনাভল প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- গমের জমিতে গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম অথবা কার্বোক্সিন+থিরাম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

আলু:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।
- কাটুই পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। পোকাকার উপদ্রব বেশি হলে ফেরোমন ফাঁদ এবং কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

সরিষা:

- বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- সরিষা গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে ছেঁকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।

সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব্য। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাভল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাভল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোক্যার্ব (এমআইপিপি) গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নারিকেলের মাকড় দমনের জন্য আক্রান্ত গাছের কচি ডাব কেটে পুড়িয়ে ফেলে গাছে মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর সাথে আশেপাশের কম বয়সী গাছের কচি পাতাতেও মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

ভুট্টা:

- বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ, ৬০-৭০ দিনের মধ্যে তৃতীয় সেচ এবং ৮৫-৮৯ দিনের মধ্যে চতুর্থ সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের পাশাপাশি ঘাস, পাতা বা দানাদার খাদ্য দিন।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- ঠান্ডা প্রতিরোধে মেঝেতে বিচালি এবং বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা ঘরের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাঁসমুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁসমুরগীকে টীকা দিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।



- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

